যুগান্তর

29 SEP 2009

তারিখ ... 29 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

ইউজিসির নজরদারিতে ১৪ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

বিএড-এমএড কোর্সের পাঠদান নিষিদ্ধ হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএড-এমএড কোর্সের পাঠদান নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দায়িত্বশীল একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ ডিগ্রি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মূলত মানসম্মত শিক্ষক তৈরি এবং বিএড-এমএডের নামে বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার প্রায় এক'শ বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে।

অবৈধভাবে বিএড-এমএড এবং দূরশিক্ষণ পরিচালনাকারী ১৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে নজরদারিতে নিয়েছে ইউজিসি। আগামী সপ্তাহ থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির ৬ সদস্যের টিম সরেজমিন পরিদর্শনে যাবে। বৃহস্পতিবার এই কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ইউজিসিতে। সূত্র জানায়, তারা প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি প্রশ্নমালা পাঠাচ্ছেন। পরে তাদেরই দেয়া জবাবের ওপর বাস্তবতা দেখার জন্য পরিদর্শন হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসির দু'জন সদস্যের তত্ত্বাবধানে এ পরিদর্শন টিম কাজ করবে।

বিএড-এমএড শিক্ষাদানের নামে মহাবাণিজ্যের অভিযোগ পুরনো। যে কারণে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'বিভিন্ন' টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ওপর খড়্গ নামে। চলতি বছরের ভর্তিকে সামনে রেখে এইসব কলেজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অনেকে রাজনৈতিক লেবাস পর্যন্ত পরেছিল। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন ছাড় দেয়নি। যে কারণে নিয়মমাফিক প্রায় একশ' কলেজ এবার শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারেনি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে শিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগও একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আবার বিএড-এমএড প্রোগ্রাম নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগ আরও ভয়াবহ। এ ডিগ্রির সঙ্গে দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রমোশন এবং আর্থিক সুবিধার বিষয় জড়িত থাকায় এগুলোর চাহিদা বেশি। এ সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে শিক্ষাবাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

২০০৭ সালের ৭ আগস্ট সরকারের নির্দেশে ইউজিসি সারাদেশে দূরশিক্ষণ, আউটার ক্যাম্পাস এবং এসব মাধ্যমে বিএড-এমএড প্রোগ্রাম পরিচালনা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞা কমই মানা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রিপরিষদে সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদন সংক্রান্ত পাঠানো এক সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ, স্টাডি সেন্টার, আউটরিচ সেন্টার, ভর্তি

প্রাইভেট : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সেন্টার ইত্যাদি নানা নামে দেশব্যাপী সনদ বাণিজ্য করছে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। মন্ত্রণালয় বলছে, তাদের অনুমতি ছাড়া ২০০৩ সালে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং শান্তা-মারিয়াম ইউনিভার্সিটিকে ইউজিসি দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়। এদের মধ্যে কেবল এশিয়ান ইউনিভার্সিটি শুধু বিএড প্রোগ্রামের অনুমতি নিয়ে ছয়টি প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। সাউথইস্ট এমবিএ'র অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তারা বিএড-এমএডসহ অনেক প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। একই অবস্থা শান্তা-মারিয়ামের ক্ষেত্রেও। যে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি নজরদারিতে নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, শান্তামারিয়াম ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি।